আলমডাঙ্গায় দেড় কোটি টাকা নিয়ে পরিবারসহ উধাও ফার্মেসি ব্যবসায়ী

আলমডাঙ্গায় সুজা উদ্দীন নামের এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দেড় কোটি টাকা নিয়ে পরিবারসহ উধাও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সে বিভিন্ন এনজিও ও ব্যবসায়ী এবং ব্যক্তির কাছ থকে ব্যবসা সূত্রে তিনি এই টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দিয়েছে।

সুজা উদ্দীন যশোর সদর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃত আছির আলীর ছেলে। সে বৈবাহিক সূত্রে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের শশুর আব্দুল মান্নানের বাড়িতে বসবাস করত।

স্থানীয়রা জানান, গত ৭ বছর আগে সুজা উদ্দীন আলমডাঙ্গা পৌর শহরের মেডিসিন কর্ণারে চাকুরি করেন। ২০২০ সালে সে নিজেই রিপন ফার্মেসি নামের একটি দোকান শুরু করেন। ব্যবসায়ীক সম্পর্কে সে বিভিন্ন এনজিও, ব্যবসায়ী ও ব্যাক্তির নিকট থেকে ঋণ নেয়। এছাড়া বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির নিকট থেকে বাকিতে ঔষধ নেয়। এতে প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্নসাৎ করে রাতারাতি উধাও হয়ে যায়।

ভুক্তভোগী ঔষধ কোম্পানি মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টিভেরা জানায়, ইবনে সিনা ফার্মাসিটিক্যাল ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা, জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা, একমি ফার্মাসিটিক্যাল ১ লাখ টাকা, নাভানা ফার্মাসিটিক্যাল ১ লাখ ১০ হাজার টাকা, বিকন ফার্মা ৯০ হাজার টাকা, বায়ো ফার্মা ১ লাখ ১৪ হাজার টাকা, নিপ্রো জেএমআইয়ের ৫০ হাজার টাকা, পপুলার ফার্মা ১ লাখ ১০ হাজার টাকা, এসকেএফ ফার্মা ১৫ হাজার টাকা, জিসকা ফার্মা ১৬ হাজার টাকা, প্যাসেফিক ফার্মা ১১ হাজার টাকা, এভারেস্ট ফার্মা ১৬ হাজার টাকা, ড্রাগ ফার্মা ১০ হাজার টাকা, এপেক্স ফার্মা ৪ হাজার টাকা। ব্রাক এনজিও থেকে ৭ লাখ ও একতা ডেইলি সমিতি থেকে ২৭ লাখ এবং ফোর স্টার সমিতি থেকে ৭ লাখ টাকা নেন।

এছাড়া প্রতিবেশী কসমেটিকস এন্ড কনফেশনারী ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলামের কাছ থেকে ৪ লাখ, ভাই ভাই মোবাইলের মালিক জুয়েল রানার কাছ থেকে ১ লাখ ২৫ হাজার, আমেনা কনফেশনারীর মালিক ডাবলুর কাছ

থেকে ৫০ হাজার ধার নেন। এছাড়াও গোপনে তিনি চড়া সুদে অনেক ব্যাক্তির কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা নিয়েছেন।

ইবনে সিনা ফার্মার এমআর আসাদুজ্জামান বলেন, ব্যবসায়ীক সূত্রে কোম্পানির প্রায় ৭ লাখ টাকা বাকি দেওয়া হয়েছে। গত (১৪ নভেম্বর) মঙ্গলবার রাতের আধারে তিনি পরিবার নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়।

ভুক্তভোগী কসমেটিকস এন্ড কনফেশনারী ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম জানান, গত ১ মাস পূর্বে দোকানে ঔষধ কেনার জন্য ৪ লাখ টাকা ধার নেয়। ব্যাংকে লোনের টাকা তুলে পরিশোধ করবে। তিনি রাতারাতি পরিবার নিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাদিউজ্জামান বলেন, কয়েকজন ঔষধ কোম্পানির এমআর বাদি হয়ে অভিযুক্ত সুজা উদ্দীনের বিরুদ্ধে ২৫ লাখ টাকা লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এবিষয়ে সত্যতা নিশ্চিতে খোঁজখবর চলছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, অর্থ আত্নসাৎ করে উধাও এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত চলছে, পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে ঋণ দেয়ার কথা বলে উধাও পল্লী উন্নয়ন সমিতি

মেহেরপুরের গাংনীর বামুন্দি এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ঋণ দেবার কথা বলে জামানতের কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়েছে একটি প্রতারক চক্র।

পল্লী উন্নয়ন সমিতির ব্যানারে গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামে অফিস খুলে বসেন প্রতারক চক্রটি। আকর্শনীয় অফারে কয়েকদিনের ব্যাবধানে জামানতের টাকা নিয়ে রাতারাতি আত্মগোপন করেন তারা। সমিতির ব্যবস্থাপক ও সদস্যদের পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব না হলেও তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ

যারা যাকা তুলে বেড়ায় ঋণ দেবার জন্য তাদের অব্যশই উপজেলা নির্বাহী অঅফিসার কিংবা এনজিও সংশ্লিষ্টদের সাথে খোজ খবর না নিয়ে কারো হাতে টাকা দিয়ে প্রতারিত না হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, এসংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। আত্নগোপনে থাকা সমিতির শাখা ব্যবস্থাপক শাহিনসহ সকলকে খুঁজে বেরকরে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, যারা সমিতি থেকে ঋণ নেন তারা সমাজের খুবই অসহায় দরিদ্র মানুষ। এমন অসহায় মানুষদের সাথে যারা প্রতারণা করেছে তাদের আইনের আওতায় আনা দরকার সেজন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সহায়তা। তাদেরকে চিনতে পারলে অবশ্যই পুলিশ কিংবা উপজেলা প্রশানকে খবর দেয়ার অনুরোধ করেন তিনি।